চলন্ত নির্মাণ

কেতকী কুশারী ডাইসন

শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের প্রবন্ধসংকলন গ্রন্থটিতে সর্বপ্রথম যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল প্রচ্ছদে ছাপা ভাস্কর্যের ছবিটি। যুযুধান দুই পক্ষ, নাকি প্রকৃতপক্ষে তারা একজনই? লেখিকা জানান, জার্মান শিলনী ডলফ্ বেলিং এর 'মানুষ' নামক ভাস্কর্যের আলোকচিত্র এটি। আর ভাবনার শু হয়ে যায় এখান থেকেই। মানুষের হয়ে ওঠার পথে এই লড়াইগুলি বহুমাত্রিক। খেতে পরতে পাওয়ার অধিকার থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধিক তথা আত্মিক স্তর পর্যন্ত যার বিস্তার। কখনো এই যুদ্ধ চলে নিজের মধ্যে, আবার কখনো - বা প্রতিবেশী মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মের সঙ্গে। বর্তমান আলোচ্য বইতে এই দ্বন্দ্বের মেজাজটি আগাগোড়া বজায় থেকেছে। পাথরে পাথরে ঘর্ষণে ছিটকে উঠেছে স্ফুলিঙ্গ--- আগুনের, ভাবনার। এ বিষয়ে কেতকী তাঁর মুখবন্ধে বলেন, 'বর্তমান পর্যায় থেকে আমাকে ব্যধ্য হয়ে নানা প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে; সেই - সব বিতর্ক নিঃসন্দেহে আমার ভাবনাকে গড়তে সাহায্য করেছে। কখনো কখনো এক- একটা বিষয়কে আশ্রয় পরস্পর শৃঙ্খলিত রচনার মাধ্যমে রীতিমতো ক্রমপরিণতিশীল 'ডিসকোর্স' গড়ে উঠেছে বললেভুল হয় না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটির একটি উপনাম বা সাব হেডিং আছে --- 'প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা, যুক্তি, তর্ক, আলোচনা'। কেতকী একাধিক ক্ষেত্রে বলেছেন তিনি বিশুদ্ধতা অপেক্ষা মিশ্রণ বা সংকরায়নে অধিক পক্ষপাতী। তাঁর এই বইটিও গড়ে উঠেছে এক মিশ্র আঙ্গিকে। এর প্রবন্ধগুলির কোনোটি গ্রন্থসমালোচনা, কোনোটি লেখিকারই পূর্বে রচিত-- ইংরাজি প্রবন্ধের অনূদিত ও সম্পাদিত রূপ, কোনোটি চিঠির কিংবা সমালোচনার উত্তর - প্রত্যুত্তর, এমন -কি সম্পাদকীয় স্তম্ভও এখানে স্থান পেয়েছে। উৎস যেমনই হোক না কেন প্রবন্ধগুলির পর পর পড়লে ভাবনার একটি সুচিন্তিত এবং সুস্পষ্ট নকশা ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

এই নকশাটি মূলত গড়ে উঠেছে নারী - পুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে রয়েছে 'বহুমাত্রিক নারী - আন্দোলনের অভিমুখে', 'একালের বাঙালি মেয়ে কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত', 'নারীত্বের আদর্শ সূত্রে (এক)', 'নারীত্বের আদর্শ সূত্রে (দুই), 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া', 'আমার রবীন্দ্রনাথ---ভিক্তোরিয়া - বিষয়ক বই দুটির সূত্রে', 'সম্পাদিকার কলমে', 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রভৃতি প্রবন্ধ। এর মধ্যে প্রথমটি লেখিরাই প্রায় পঁচিশ বছর আগের একটি ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ এবং তৎসহ সংযোজিত কিছু নতুন ভাবনা। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটির অর্থাৎ নারী - আন্দোলন ভাবনার সম্প্রসারণ। এতে মিশে আছে কেতকীরই উপন্যাস 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়াওকাম্পোর সন্ধানে' উপন্যাসের কিছু সূত্র। তৃতীয়টি গড়ে ওঠেছে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ 'দ্য আইডিয়াল অফ ইন্ডিয়ান উমান হুড',এ বিষয়ে কেতকীর 'বয় অ্যান্ড হিজ আইডিয়াল অফ ইন্ডিয়ান উমানহুড' এবং এই প্রবন্ধের অণ ঘোষ - কৃত সমালোচনা ভাবনার এই ত্রিবেণী সংগমে। চতুর্থটি তৃতীয়টিরই উত্তর পর্ব, পাঠকদের চিঠির উত্তরে লেখা। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রবন্ধ কেতকীর 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকম্পো সম্পর্কিত দুটি বইকে ('ইন ইত্তর ব্লাসমিং ফ্লাওয়ার গার্ডেন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে') কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে যে - সব জিজ্ঞাসা এবং সমালোচনার আবর্ত তৈরি হয়েছিল তার জবার। প্রবন্ধ দুটিকে তাঁর গভীর ও সুদীর্ঘ গবেষণার বাইপ্রোডাক্টও বলা চলে। সপ্তম প্রবন্ধটি, 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যার অতিথি --- সম্পাদক রূপে তিনি যে স্তম্ভটিলেখেন, তার নির্বাচিত অংশ। সর্বশেষ প্রবন্ধটি আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'র জন্য লেখা, তবে

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' থেকে সত্যজিতের 'চালতা' এবং তা থেকে তসলিমা নাসরিনের 'নির্বাচিত কলাম' -- কেতকীর ভাবনার দোলক এই সুদুর বিন্দুগুলিকে স্পর্শ করে গেছে।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি প্রবন্ধের টেক অফ্ পয়েন্ট বা উৎসারণ বিন্দু আলাদা কিন্তু তারা এসে মেলে এক ভাবনার মহাকাশে এবং উড়ে যায় নারী - পুষ সম্পর্কের নতুন দিগন্তের খোঁজে। যদি মানুষের যৌথ জীবনের একেবারে গোড়ায় পৌঁছে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় নারীর প্রতি পুষের শোষণ শ্রেণী শোষণের এক আদিরূপ। সমাজ বিবর্তনের বহু স্তর পেরিয়ে আজও তা বর্তমান বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন সংস্কৃতির নারী - পুষের মধ্যে। দরিদ্র এবং নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে নগ্ন অধিকার সর্বস্বতার রূপে, শিক্ষিত উচ্চবিত্ত - মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে আত্মত্যাগ বা আদর্শের মহিমান্বিত ছদ্মবেশে। কেতকী বলেন, "স্ত্রী স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির পুনর্বিচার। যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রতিষ্ঠানটি নারীদমনে সাহায্য করেছে, তাই একে অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখা হবে, ব্যাপারটা ঐতিহ্যপন্থীদের কাছে যত অপ্রিয় হোক না কেন। দম্পতির সম্পর্কের মধ্যে একটা স্বত্বের সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকে। 'স্বামী', 'পতি', 'নাথ' ---এই শব্দগুলির মধ্যে এই স্বত্ব সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত। তাতে যে ছদ্মবেশই পরানো যাক না কেন, মালিকানা মালিকানাই। মনুষ্যব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটা সময় আসে যখন আলোক প্রাপ্ত সুসংস্কৃত মন এই নিহিত স্বত্ব সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করে।" (কোলের বাঙালি মেয়ে কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত (পৃ. ১১১)

নারী - পুষ সম্পর্কের এই অধিকারবোধ কোথাও ভাত - কাপড়ের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তার আড়ালে প্রছন্ন, কোথাও বা তার চোরাগোপ্তা অনুপ্রবেশ সামাজিক সম্মান বা নৈতিকতার তকমা এঁটে। তবে যদি শিকড়ে পৌঁছে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে এই মালিকানা বোধের উৎস নরনারীর যৌন সম্পর্ক। কেতকী মনে করেন, "আজকালের প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে প্রেমকে যত শীঘ্র সম্ভব মালিকানার 'কনটেক্সট্' থেকে ছাড়িয়ে এনে বন্ধুত্বের 'ফ্রেমওয়ার্ক' - এর মধ্যে স্থাপন করাই সব থেকে কল্যাণকর। ঐ কাঠামোটার ভিতরে তার মধ্যে যুগোপযোগী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এবং সেটাই হয়তো যুগের দাবী।" (নারীত্বের আদর্শ সূত্রে (দুই) /পৃ. ১৩৫)।

স্বামী - স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথাকথিত দৈহিক শুচিতাবোধ একটা সংস্কার মাত্র। ব্যক্তিগত মালিকানাকে কায়েম রাখতে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত একটি সামাজিক মগজ ধোলাই। এক বিদেশিনী বান্ধবীর দাম্পত্য সংকটের মোকবিলায় তাই কেতকীরপ্রশ্ন "প্রেমে তো যে কেউ পড়তে পারে, তিনি নিজেও পারেন। ঋিস্ততার ব্যাপারটা কেন একাধিক ব্যক্তির প্রতি রক্ষা করা যাবে না? আমরা তো অনায়াসে একাধিক সন্তান, বন্ধু বা ভাইবোনদের প্রতি ঋিস্ততা রক্ষা করতে পারি।" (নারীত্বের আদর্শ সূত্রে (দুই) / পৃ. ১৪১)

প্রেমের অনুভবের একটি গ্লানিকর দিক হল ঈর্ষা। ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই ঈর্ষা প্রকৃতপক্ষে অধিকারবোধ সঞ্জাত। কাছের মানুষটির উপর অধিকার কায়েমের চেষ্টাকে যদি বন্ধুত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায় তবে হয়তো এই ঈর্ষার বিদ্ধকারী কাঁটাগুলিকেও তুলে ফেলা সম্ভব হবে।

"আমার ধারণা প্রেমের কষ্টের মধ্যে যে অংশটা স্বত্ববোধজাত, ঈর্ষাজাত সেই অংশটাকে চেষ্টা করলে উৎখাত করা যায়, মাছের কাঁটার মতো বেছে ফেলে দেওয়া যায়। তা করতে পারলে প্রেমে 'আর্তি'র অংশ কমে, আনন্দের অংশ বাড়ে।" (নারীত্বের আদর্শ সূত্রে (দুই) / পৃ. ১৩৩।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় ভাবুকদের মধ্যে অন্যতম র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায় নারী পুষের সম্পর্কবিষয়ে কিছু বিপ্লবাত্মক মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'দ্য আইডিয়াল অফ ইন্ডিয়ান উমান হুড' প্রবন্ধে। এখানে তিনি প্রজননের উদ্দেশ্যেযৌন সম্পর্কের যে ভারতীয় ঐতিহ্য সেই ধারণাটিকে আত্রমণ করেন। বলেন, জনসংখ্যার সমস্যা এবং কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণেৰ প্রয়োজনীয়তার কথা মানবেন্দ্রনাথের এই ভাবনা অত্যন্ত আধুনিক এবং পরবর্তীকালে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি। কিন্তু মানুবেন্দ্রনাথ নারী - পুষেৰ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে 'অনুত্রমিক একগামিতা' বা 'সিরিয়াল মনোগামির' বিধান দেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন কেতকী। তাঁর মতে পিতৃতন্ত্রে নারীর প্রতি যে বিধান ছিল এবং পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজে স্ত্রী - পুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে 'আবশ্যিক একগামিতা' তার সঙ্গে 'অনুত্রমিক একগামিতা'র বিশেষ ফারাক নেই। বস্তুতপক্ষে তারা একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ক্ষেত্রেই স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে এক বাধ্যতামূলক একনিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের স্বাধীনচেতা পুষ এবং মহিলারা তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছাগুলিকে

এই 'অনুত্রমিক একগামিতা'র আদর্শে খাপ খাওয়াতে না পারায় ভেঙে যাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্ক, বিপর্যস্ত হচ্ছে পারিবারিক কাঠামো। এই বিষয়ে কেতকীর পর্যবেক্ষণ, "এই - সব দম্পতি যদি তাঁদের দ্ধ দ্বৈত-বৃত্তের মধ্যে অন্য প্রেমিকদের অনুপ্রবেশকে কখনো কখনো মেনে নিতে পারতেন, তাহলে তাঁদের পারিবারিক ইউনিটগুলি এভবে ভেঙে যেতে না, তাঁদের 'ডিভোর্স - এবংপুনর্বিবাহ' প্রত্রিয়ার শরণাপন্ন হবার এত প্রয়োগ হত না।" (নারীত্বের আর্দশ সূত্রে / দুই / পৃ. ১৩৫)

নারী - পুষ সম্পর্কের এই সংকটগুলির মোকাবিলায় পিতৃতন্ত্রের শাসন অনুসারে মেয়েদের যন্ত্রণাদগ্ধ আপোষনীতি যেমন কাঙ্ক্ষিত নয় তেমনই নারীবাদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে পুষতন্ত্রকে আত্রমণ করলেও আমরা কোনো সদর্থক পরিণতিতে পৌঁছতে পারব না। বরং কেতকী মনে করেন, নতুন সময়ের নারী এবং পুষদের প্রযোজন এক নতুন পারস্পরিক সংলাপ শু করা। যে সংলাপ স্রোতের উৎসভূমি বন্ধুত্বের মানস সরোবরে। তাঁর মতে একমাত্র বন্ধুত্বই পারে শ্রেণীহীন সাম্যের। এক বিকল্প বিশ্ব গড়ে তুলতে, এই ভঙ্গুর জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্ককে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করে তুলতে। কেতকী তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বন্ধুত্বের এই নবীকৃত রূপের উপর নানা দিক থেকে আলো ফেলেছেন, খড় - মাটির কাঠামোর উপর রঙের প্রলেপ দিয়ে বহুযত্নে গড়ে তুলছেন তার প্রতিমা।

কেতকী 'নষ্টনীড়' -এর চালতার মধ্যে দেখেছেন বন্ধুত্বের এই তৃষ্ণাকে। অমলের সঙ্গে সাহিত্যিক ভাববিনিময় ত্রমশ প্রেমের রূপ নেয়, ব্যাপকতর অর্থে যা বন্ধুত্বই। সত্যজিৎ রায় - কৃত 'চালতা'য় পুরো বিষয়টি সূত্রাকারে বিবৃত অমলের একটি সংলাপে, "মন্দা বৌঠান, তুমি কি প্রাচীনা, না নবীনা'? আজ থেকে একশ বছর আগের সামাজিক, পারিবারিক কাঠামোয় চা তার নবীন মনের আকাঙক্ষা নিয়ে খুঁজে পায় নি কোনো পথ। তার স্রষ্টা যথেষ্ট সহমর্মী হওয়া সত্ত্বেও চার এই প্যাশানকে কানা গলি থেকে মুক্তি দিতেপারেন নি। কেতকী আশা করেন নতুন সময়ের নবীন, নবীনারা ব্যক্তিত্বের প্রতি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে ও তার সম্ভাবনাময় দিকগুলিকে মূল্য দেবে। তিনি আশা রাখেন নতুন সময়ে এই নবীন সম্পর্কেৰ চারাগাছে জলসিঞ্চনের মধ্যে দিয়েই অবসান ঘটবে পুষ তন্ত্রেব বর্ষ প্রাচীন হায়ারার্ক - এর। তিনি মনে করেন, "মানুষকে না ভালোবেসে কিন্তু তাকে ভালোর ফেরানো যায় না। ভালোবাসতে হবে, কিন্তু অন্ধভাবে নয়, ভালোবাসাকে বুদ্ধির দ্বারা শোধিত করে নিয়ে। প্রত্যেক নবীনা যদি অন্তত একজন পুষকে 'নবীন পুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করেন, তা হলে বোধ হয় অনেকটা দূরই অগ্রসর হওয়া যায়। যাঁদের আত্মবিশ্বাস বেশি তাঁরা না - হয় দুতিনজনকে সাহায্য করারদায়িত্ব নিন!" (প্রবীনা ও নবীনা/ পৃ.৩০০)

সমকালে না হলেও প্রায় একশো বছর আগের আর এক নারীর জীবনচারণে কেতকী খুঁজে পান তাঁর 'নবীনা' কল্পনার মূর্তরূপ। তিনি ভিত্তোরিয়া ওকাম্পো। রবীন্দ্রনাথ ও ভিত্তেরিয়া ওকাম্পো সম্পর্ক নিয়ে তিনি দীর্ঘ গবেষণা করেছেন এবং সেই সূত্রেই লাভ করেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার এক আশর্চ্য নারী ব্যক্তিত্বের পরিচয়। বলা যায় একই জমি থেকে দু-বার ফসল তুলেছেন তিনি। কেতকী দেখান ভিত্তোরিয়া এমন এক নারী যিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বের সম্পর্কগুলিকে সংস্কারের আদিম জলাভূমির গভীরে কবর দেন নি, বরং মুক্তি দিয়েছেন উদার আকাশে। শ্রমতী গৌরী আইয়ুবের সমলোচনার উত্তরে তিনি ভিত্তোরিয়ার স্বভাবের এই দিকটির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানান, " এ কথা আমাকে জোর দিয়েই বলতে হবে যে ভিত্তোরিয়ার জীবনে তাঁর ভালোবাসার জীবন,এবং জীবনের ভালোবাসা গুলি দুটোই ছিল সমান গুত্বপূর্ণ, সমান দাবিদার।"এবং অন্যত্র, "জানি না কেন গৌরী দেবীর এমন ধারণা হয়েছে যে 'ভিত্তোরিয়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুষ সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে.... শক্ত হাতে মোকাবিলা করার পর সে - সবকে অতিত্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর দূর ক্ষেত্রে।' ভিত্তোরিয়া জীবনের প্যাটার্নটা মোটেও ওরকম না। সেখানে প্রেম এবং কর্মের মোটেও ওরকম কোনো আগে - পরে নেই। ...প্রেমের বেদনায় ছিন্ন হতে হতেই তিনি কাজ করছেন, ব্রহ্মচারিণী হয়ে গিয়ে নয়। একেকজন পুষের সান্নিধ্য তাঁর আত্মবিকাশের ও কর্মজীবনের এক নকটি নতুন দিগন্তকে খুলে দিয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের প্যাটার্ন।" (আমার রবীন্দ্রনাথ - ভিত্তোরিয়া - বিষয়ক বই দুটির সূত্রে / পৃ। ১৮৪ এবং পৃ. ১৮৬)

নারী পুষের পারস্পরিক প্রীতির শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ যে বন্ধুত্বের বলে কেতকী মনে করেন তারই এক সার্থকরূপ তিনি দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ - ভিত্তোরিয়া সম্পর্কে। এই বিখ্যাত মানুষদুটির সংখ্যা যাঁরা 'আধ্যাত্মিকতা'র অভিজ্ঞানে চিহ্নিত করে নিশ্চিন্ত হতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে কেতকী জানান, ১৯২৪-২৫ খৃঃ -এ ভিত্তোরিয়া - রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক তাকে কোনো বিচারেই শুধুমাত্র 'আধ্যাত্মিক' আখ্যা দেওয়া চলে না। "রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর (ভিত্তোরিয়া) ঐ সময়ের এবং পরবর্তী ক

ালের চিঠিগুলিতেও এমন সব কথাআছে যেগুলিকে সর্বদেশে সর্বকালেই লোকেরা প্রেমিকার উক্তি বলে সনাক্ত করবে।" (" রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া"/ পৃ. ৮৫)

প্রকৃতপক্ষে এ হল নর - নারীর সম্পর্কের সেই চূড়ান্ত সদর্থক আত্মপ্রকাশ যা তাঁদের দুজনের চেতনা জগৎকেই করে তুলেছিল ঐর্যমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতাতেও ধরা আছে সেই সান্নিধ্যের স্মৃতি। সেই অনুভূতি কেমন, তার ব্যাখ্যায় কেতকী বলেন, " তা সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ বা সেবাময়ীর কণা নয়, তা নারী - পুষের প্রেম, এবং শুধুমাত্র আসঙ্গলিপ্সা কখনোই নয়, দেহে মনে মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গীন অনুভূতি। ঐ প্রেমের মধ্যেও স্নেহ - সেবা - কণার উপাদান যে নেই তা নয়, অবশ্যই আছে, আবার কিছু অন্য রঙের মিশালও আছে।....নারী - পুষের প্রেম একটা বর্ণালী, যার মধ্যে কোনো ছেদ নেই, --- একটা রঙ পরেরটার সঙ্গে মিশে যায়। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন দেহে মনে মিশিয়ে একটা বিচিত্র বর্ণালী তাকে উদ্ভাসিত করে।" (রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া/ পৃ.৯৫

রবীন্দ্রনাথ - ভিক্তোরিয়ার সম্পর্কে পাঠোদ্ধার থেকে শু করে আধুনিক নারী - পুষের জীবনের জটিল সংকটের মোকাবিলায় কেতকী একটিই সর্বরোগহর প্রতিষেধকের কথা বলেন, তা বল--- বন্ধুত্ব।

প্রবন্ধ সংকলনটিতে যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে বলা বাহুল্য সেগুলি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং কেতকী প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেগুলি উপস্থাপিত করেছেন। সমালোচনার চক্রব্যুহে প্রবেশ করতে তিনি দ্বিধা করেন না, কেন না তিনি জানেন তাঁর তুণে যথেষ্ট অস্ত্র মজুত রয়েছে। সেই অস্ত্রের নাম শানিত যুক্তি এবং প্রভূত পড়াশোনা। বস্তুতপক্ষে এই সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধই কোনো না কোনো সমালোচনার জবাব। তবে যুক্তি কন্টকিত অ্যাকাডেমিক আলোচনা কখনোই শ্বাসরোধকর হয়ে ওঠে না। এর কারণ প্রথমত, কেতকীয় সরস বাচনভঙ্গি, তাঁর সেই নিজস্ব স্টাইল যেখানে তিনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি অনায়াসে চলতি মুখের ভাষা ব্যবহার করেন, আবার কখনো - বা তৈরি করেন নতুন শব্দ (এখানেও সম্ভবত তিনি 'হাইব্রিডিজম্' -এর পক্ষপাতী)। দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজস্ব ঘরানার পারসোনাল টাচ্। বহুমাত্রিক নারী আন্দোলনের প্রসঙ্গে যখন তিনি বিলেতে তাঁর নিজের স্নাতকোত্তর গবেষণা পর্বের দিনগুলির কঠিন সংগ্রামের কথা বলেন তখন ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকের মিশ্রণ এক ভিন্ন মেজাজ আনে তাঁর প্রবন্ধে। যা স্বভাবত স্বতন্ত্র।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com